সমাপতনের অন্তরালে

ড: নীলাঞ্জন সেনগুপ্ত

১

একত্রিশে অক্টোবর ২০২২। পশ্চিমী ভাবাপন্ন কচিকাঁচাদের কাছে আজ halloween। পাড়ার জাগ্রিতি সংঘের সভ্যদের কাছে আজ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মহাপ্রয়াণ দিবস। আবার কয়েক বছর হল সরকারী উদ্যোগে এই দিনটি পালিত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস উপলক্ষে, লৌহমানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সম্মানার্থে। কিন্তু দেবদূতের কাছে আজকের দিনটি খুব দুঃখের। রক্তিমের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ক্লান্ত দেহে, বিষন্ন মনে দেবদূত বাড়ি ফিরল। দেবদূত, অর্থাৎ ডা: দেবদূত রায়, গঙ্গার ধারে হুগলী জেলার এই ছোট্ট শহরের মানুষের কাছে সে যেন সত্যিই দেবদূত। Medical College থেকে ১৯৯২ সালে MBBS পাশ করার পর থেকেই সে নিজের home town বিবেকগঞ্জে থেকে গেছে খুব জনপ্রিয় general practitioner বা GP হয়ে। ডাক্তারির জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করে সে। কোনো Post Graduation না করেও সে মনের আনন্দে, পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে দরদী ডাক্তার হিসেবে মানুষের সেবা করে যাচ্ছে, - যা আজকাল অত্যন্ত বিরল। আজ কিন্তু দেবদূত chamber এ যায়নি, সব রোগীদের ফিরে যেতে বলে দিয়েছে।

অক্টোবর মাসের শেষ। পুজোও সব মিটে গেছে, - এমনকি কালীপুজো, ভাইফোঁটাও। তাই আবহাওয়াটা ভারাক্রান্ত, বিষণ্ণ। তার উপর বাল্যবন্ধু রক্তিমের অকালে চলে

যাওয়া। রক্তিম মানে রক্তিম দাস- একটি ওষুধ কোম্পানীর regional manager। ওর বাড়িও বিবেকগঞ্জে, যদিও কর্মসূত্রে ও বেশিরভাগটাই কলকাতাতে থাকতো। সেই কলকাতাতেই Liver এর কঠিন অসুখ নিয়ে একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি হয় দিন দশেক আগে - আর ফিরলো না। কীই বা বয়েস হয়েছিল - মাত্র পঞ্চান্ন বছর। কত কথাই আজ মনে পড়ছে। সেই ছোটবেলা থেকে পড়ার মাঠে ফুটবল, ক্রিকেট খেলা, ছুটির দিনে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে আড্ডা মারা, আর nursery থেকে Class XII অবধি একই School - এ, বেশিরভাগ সময়ে একই Section -এ পড়া।

মনমরা হয়ে বসে আছে দেখে স্ত্রী মনোরমা দেবদূতকে বললো "যাও না, কিছুক্ষণ গঙ্গার ধার থেকে একটু ঘুরে এসো, মনটা হালকা লাগবে"। যদিও মানসিক আর শারীরিক ভাবে দেবদূত বেশ ক্লান্ত বোধ করছিলো, তাও গঙ্গার ধারে গিয়ে একটা ফাঁকা bench দেখে বসলো। সরকারী উদ্যোগে নদীর ধারটা খুব সুন্দর সাজানো হয়েছে last এই কয়েক বছর হলো।

এই শরৎ হেমন্ত কালের সন্ধ্যার ভারী আবহাওয়াটা যেনো কিরকম এক বিশেষ অনুভূতি প্রদান করে। এখনো ঠান্ডা পড়তে শুরু করে নি, কিন্তু বর্ষা বিদায় নিয়েছে, ভ্যাপসা পচা গরমটাও আর নেই।

দেবদূত চুপ করে বসে আছে, পুরনো দিনের কথা ভাবছে, হঠাৎ দেখলো দূর থেকে কে যেন ওর দিকে এগিয়ে আসছে - চেনা চেনা লাগছে, কিন্তু ঠিক place করতে পারছে না।

ভদ্রলোক নিজেই দেবদূতের কাছে এসে বললেন, "আরে দেবদূত না?" এইবার দেবদূত চিনতে পেরেছে- নীলাদ্রি-দা! বললো, "তুমি কবে এলে?" নীলাদ্রি-দা বললো, "কালী পুজোর সময় এসেছিলাম, পরশু ফিরে যাবো"।

নীলাদ্রি-দা দেবদুতের থেকে তিন/চার বছরের বড়। এখন চাকরি সূত্রে থাকে ফরিদাবাদে। নীলাদ্রি দেবদূতের কাছে বড় দাদার মতো ছিলো, just like friend, philosopher and guide। নীলাদ্রি-দার স্মরণ শক্তি যাকে বলে অত্যন্ত প্রখর। আর professional জীবনেও খুব উন্নতি করেছে। নীলাদ্রি হলো ওদের বিবেকগঞ্জের গর্ব।

"চল, নদীর ধরে একটু পায়চারি করি", বললো নীলাদ্রি-দা। নদীর ধারে হাঁটতে হাঁটতে দেবদূত বললো, "নীলাদ্রি-দা, রক্তিম কে মনে আছে?"। "হ্যাঁ, এই যে, মোটা মতো, গোলগাল, খুব খেতে ভালোবাসতো। Medical Representative। তোদের batch-এর ছিলো।" নীলাদ্রি-দা বললো।

"ও, আজ সকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেলো।"

"তাই নাকি? Very Sad। কী হয়েছিলো?"

"Liver Failure" বললো দেবদূত।

"এও কি সেই jaundice case নাকি রে?" জিজ্ঞেস করলো নীলাদ্রিদা।

দেবদূত অবাক হলো, বললো "মানে?"

"তোর বন্ধু, তোর মনে নেই? আমার মনে আছে! সেই তোদের পলাশতলীর রোমাঞ্চকর experience,- তারপর সূর্য্যর ঘটনাটা,- সব ভুলে গেলি!"

"বাহবা! Hats off to your memory নীলাদ্রি-দা"।

নীলাদ্রি বললো "আজ তো ৩১শে অক্টোবর। সূর্য্যও কিন্তু অক্টোবরের শেষে পুজোর পরেই মারা গিয়েছিলো। ৩১শে অক্টোবরই নয়তো?"

দেবদূত বললো "আশ্চর্য তো! এটা আমার খেয়াল হয়নি। কিন্তু exact date টা তো আমার মনে নেই।"

"মাসীমার সঙ্গে যোগাযোগ আছে? Phone কর না।" বললো নীলাদ্রি।

"Phone number আছে, কারণ মেসোমশাই আমার patient; কিন্তু phone করে কী জিজ্ঞেস করবো?" বললো দেবদূত।

"কর-ই না phone," বললো নীলাদ্রি, "রক্তিমের খবরটা দে। এককালে তোরা'তো কত ওদের বাড়িতে যেতিস।"

যেমন ভাবা, তেমন কাজ। দেবদূত সূর্য্যর মাকে phone করলো। একথা সেকথা বলে, মাসীমা, মেসোমশাই এর কুশল সংবাদ নিলো। কিন্তু কিভাবে জিজ্ঞেস করবে তার ছেলের মৃত্যু তারিখ। ওটা সে কিছুতেই পারবে না।কাজটা মাসীমাই সহজ করে দিলেন। বললেন "দেখ কিরকম telepathyর জোর। আজ তোদের four musketeers কথা খুব মনে হচ্ছিলো - আজই সূর্যের মৃত্যুর দিন কিনা।"

আরও মিনিট দুয়েক দুজনে পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে, দেবদূত মাসীমা, মেসোমশাইকে প্রণাম জানিয়ে ফোন রেখে দিলো। বাড়ি ফিরে রাতে খাওয়া সেরে অচিরেই দেবদূত ঘুমিয়ে পড়লো, ক্ষণকালের জন্য হলেও বন্ধু বিয়োগের কথা বিস্মৃত হলো।

২

মৃত্যু, বিচ্ছেদ, বিষাদ, বিরহ যাই থাকুক জীবনে, একজন ব্যস্ত চিকিৎসকের মননে তা বেশীক্ষণ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যস্ততার ফাঁকে, কোনো অলস মুহূর্তে দেবদূতের বুকটা যেন মোচড় দিয়ে ওঠে।

সেইরকমই এক রবিবারের সন্ধ্যা। প্রতি সপ্তাহের মতো আজও chamber বন্ধ; কোনো house call ও নেই। মনোরমা বাচ্চাদের নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে - দুদিন

পর ফিরবে। কিছু করার নেই, দেবদূত তাই আবার তার সেই প্রিয় জায়গায় - গঙ্গার ঘাটে গিয়ে বসলো একটা নির্জন কোনো ফাঁকা বেঞ্চিতে। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো ওদের 4 musketeers দের কথা; তার মধ্যে দুজনেই আজ আর পৃথিবীতে নেই - একজন সুদূর আমেরিকায়। সূর্য্য অর্থাৎ সূর্য্যকান্ত সরকার চলে গেছে অনেক আগেই; রক্তিম চলে গেলো এই সবে; সুমিত, অর্থাৎ সুমিত গুহ এখন Texas এর একটা institute এ Theoretical Physics এর অধ্যাপক। US citizen। দেবদূতই পড়ে আছে এই ছোট্ট শহরে পাতি MBBS ডাক্তার হয়ে। কিন্তু কি বন্ধুই না ছিলো ওরা চারজনে। আর হবে নাই বা কেনো? এক পাড়ায় বাস, এক school এ পড়া। সবথেকে ডানপিটে আর ডাকাবুকো ছিলো রক্তিম, আর সবথেকে গোবেচারা ছিলো সূর্য্য। সুমিত ছিলো এদের মধ্যে সবথেকে মেধাবী, আর সুবক্তা। School এ debate, elocution এ সবসময় প্রথম হতো। প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী ছিলো, আর ও করেও দেখিয়েছে। দেবদূত ছিল একটু ভাবুক প্রকৃতির, কবিতা লিখতো। দেশের জন্য, সমাজের জন্য কিছু করার অদম্য ইচ্ছা ছিলো।

চারজনে দেখতেও চাররকম ছিলো। সূর্য্য ছোটখাট, ছিপছিপে, শ্যামলা গায়ের রং। রক্তিম ফর্সা, গোলগাল, মোটাসোটা। সুমিত ছিলো লম্বা, স্বাস্থ্যবান চোখে high power এর চশমা। আর দেবদূতের চেহারায় কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো না - ওর বয়সী আর পাঁচটা যুবক যেমন হয় - মাঝারি height, মাঝারি গড়ন, একমাথা কোঁকড়া চুল - এখন অবশ্য সেই জায়গায় একটি প্রশস্ত টাক।

এই সব একথা সেকথা ভাবছে, হঠাৎ দেবদূতের মনে হল নীলাদ্রি-দার কথাটা। নীলাদ্রি-দা কেন সেদিন পলাশতলীর ঘটনার সঙ্গে রক্তিমের মৃত্যু relate করলো? তাহলে দুটোর মধ্যে সত্যিই কি কোনো যোগ আছে? কথাটা ভেবেই দেবদূতের শিরদাঁড়া দিয়ে যেনো বরফজল বয়ে গেল - ভীষণ ভয় করলো। এত বছর, - প্রায়

চল্লিশ বছর আগের ঘটনাটা ভুলেই গিয়েছিলো, - হয়তো ভুলতে চেয়েছিলো বলেই। নীলাদ্রি-দা কেন যে মনে করিয়ে দিলো?

৩

সময়টা ১৯৮৫ সালের অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ। দেবদূতরা class XII এ পড়ে। আর কয়েকমাস পরেই উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা; তারপর এই চারবন্ধু কে কোথায় ছিটকে যাবে কেউ জানে না - তবে একসঙ্গে যে থাকবে না সেটা প্রায় নিশ্চিত। দেবদূতের ডাক্তার হওয়ার বাসনা, সুমিতের বৈজ্ঞানিক, সূর্য্যকান্ত বাবা - দাদাদের মতো commerce পড়বে, আর রক্তিমের পড়াশুনায় খুব মন নেই- যা ইচ্ছে একটা কিছু পড়লেই হলো।

তাই বাড়িতে বলে permission করিয়ে নিয়েছে যে লক্ষীপুজোর পর চার বন্ধু মিলে কোথাও একটা short trip করে আসবে - এই প্রথম, অভিবাবক ছাড়া। সুমিতের জ্যাঠা কলকাতায় বনদপ্তরে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। উনিই ছোটোনাগপুরে পলাশতলীতে বনদপ্তরের forest Bungalow book করে দিয়েছেন ওদের জন্য।

অক্টোবর মাসের এক শান্ত বিকেলে চার বন্ধু train এ করে পৌঁছে গেলো পলাশতলী। ছোট্ট, নির্জন, সুন্দর সাঁওতালী গ্রাম এই পলাশতলী। Forest bungalow টা খুব সুন্দর, পাহাড়ের পাদদেশে, একেবারে গ্রামের শেষ প্রান্তে। Bungalow র বিশাল compound এর ফটকের বাইরে রাস্তা পার হলেই জঙ্গল শুরু আর দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের রাস্তাটা এঁকে বেঁকে পাহাড়ের কোল বেয়ে উঠে গেছে। খুব শান্ত, নিস্তব্ধ আর মনোরম পরিবেশ।

দেবদূতদের থাকার plan ৩ - ৪ দিন। কিন্তু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা জায়গাটার প্রেমে পড়ে গেলো। Forest Bungalow এর cook cum caretaker মানু-দা ওদের খুব খাতির যত্ন করছে।

পরের দিন ভোরে উঠে তাড়াতাড়ি breakfast সেরে নিয়ে চার বন্ধুতে মিলে জায়গাটা explore করতে বেরোলো। ঠিক করলো দুপুরবেলা না ঘুমিয়ে ওরা জঙ্গলের দিকটা ঘুরে দেখবে।

"যাচ্ছ যাও, কিন্তু সূর্য্য ডোবার আগে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসো", বললো মানুদা।

"কোনো চিন্তা কোরোনা মানুদা" বললো রক্তিম, "আমরা ঠিক সন্ধ্যে হওয়ার আগে ফিরে আসবো, আর ফিরে এসে গরম গরম চা আর পকোড়া খাবো, ready করে রেখো।"

চার বন্ধু ছোট পাহাড়ের চড়াই উতরাই ঘুরতে ঘুরতে, জঙ্গলের স্বাদ উপভোগ করতে মশগুল হলো।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ সুমিত বললো "চল এবার ফেরা যাক", অন্যরাও সায় দিলো।

ওরা চার বন্ধু ফিরতি রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলো। আসার সময় এই রাস্তাটা বড়ো রাস্তার থেকে খুব দূরে মনে হয়নি - কিন্তু ওরা এখন প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিনিট হেঁটে চলেছে তো হেঁটেই চলেছে, জঙ্গল শেষ তো হয়ই না। ওরা কি তাহলে ভুল পথে এসেছে? ওরা জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়েছে? এবার ওদের খুব ভয় করতে লাগলো। চারিদিকে আলো প্রায় নেই বললেই চলে, সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস দিচ্ছে, শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে। কী করবে ওরা কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না।

দেবদূত বললো "এখন আমাদের মাথা গরম করলে চলবে না - এই রক্তিম দেখ না কাছাকাছি কেউ আছে কিনা যে direction বলে দিতে পারে।"

"কাউকেই তো দেখছিনা" বললো রক্তিম।

সূর্য্য হঠাৎ বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, "দেখ কে যেনো একটা লণ্ঠন নিয়ে পাহাড়ের কোল বেয়ে নেমে আসছে"।

ঠিকই তো! ওরা যেনো হাতে স্বর্গ পেলো। চারজনেই সমস্বরে চিৎকার করে বললো "আমরা জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছি। বড় রাস্তাটা কোন দিকে একটু দেখিয়ে দেবেন?"

চারটে অসহায় কিশোরের ডাকাডাকি শুনতে পেয়েই যেনো লণ্ঠনধারী ঐ মানুষটা ওদের দিকে এগিয়ে এলো। কাছে এলে ওরা দেখলো যে সে একজন মধ্যবয়স্ক সাঁওতালী মহিলা - একটা সাদা কিন্তু মলিন শাড়ী পরিহিতা।

দেবদূতের কাছে এসে সাঁওতালী মিশ্রিত বাংলায় মহিলাটি বললো "তুরা এখানে আঁধারে কি করছিস?"

"আমরা জঙ্গলে বেড়াতে এসেছিলাম, পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমরা forest Bungalow তে ফিরবো" সুমিত বললো।

মহিলাটি বললো, "চল তুদের পৌঁছে দিই। আমার পিছু পিছু আয়। জলদি পা চালা।"

অবাক কাণ্ড, ওরা আধঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ঘুরেও যে রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলো না - এখন মাত্র দশ মিনিট চলার পরই দুরে বড় রাস্তার আলো আর forest Bungalow-র আলো দেখতে পেলো।

পাহাড়ের পাদদেশ অবধি চারটে ছেলেকে পৌঁছে দিয়ে মহিলা বললো, "এবার তাহলে আমি আসি? এবার চিনে যেতে পারবি বটে?"

দেবদূত সুমিতকে বললো "মহিলা খুবই গরীব। ও এতো উপকার করলো, ওকে, কুড়িটা টাকা দিয়ে দি, কিছু কিনে খেয়ে নেওয়ার জন্য।"

যেমন ভাবা তেমন কাজ। সুমিত মহিলাকে বললো, "তুমি আমাদের এত উপকার করলে, তুমি না থাকলে আমাদের আজ কি হতো কে জানে। আমরা তো student - বেশি দিতে পারবো না - এই টাকাটা নাও, - একটু চা বিস্কুট খেয়ে নিও।"

মহিলাটি টাকা নিতে অস্বীকার করলো, বললো "আয় আলোর কাছে আয়"। রাস্তার আলোর তলায় সবাই মহিলাকে এই প্রথম ভালোভাবে দেখলো। কেমন যেন ফ্যাকাশে, পাংশু মুখ, চুলগুলো সাদা, চোখ কোটরে বসা, কেমন যেন ঘোলাটে। বোঝাই যায় খুব দরিদ্র, অপুষ্টিতে ভুগছে, আর হয়তো অসুস্থও।

"তোমার নাম কি?" রক্তিম জিজ্ঞাসা করলো।

"সরস্বতী বটে। তুদের কাছ থিকা আমি টেকা নিতে পারি? তুরা আমার বেটার মতো", বললো মহিলাটি।

বলেই সরস্বতী সূর্য্যর মুখে হাত বোলাতে লাগলো, আর গাল টিপে দিলো। সূর্য্য তো হতচকিত হয়ে পড়ল। সরস্বতী সূর্য্যকে ওর নাম জিজ্ঞেস করলো। কিন্তু সূর্য্যর গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোলো না। পাশ থেকে রক্তিম বললো ওর নাম সূর্য্য।

সরস্বতী বলে চললো " তুকে ঠিক আমার বেটার মত দেখতে, ঠিক সেই গড়ন, ঠিক সেই গায়ের রং, ঠিক সেই মুখের আদল। উর নাম সূরজ।"

সরস্বতী যাতে আর বেশি কথা বাড়াতে না পারে তাই দেবদূতরা ওকে আর একবার ধন্যবাদ দিয়ে বলল, "ভালো থেকো। সাবধানে বাড়ি যেও। আর হয়তো কোনোও দিনও তোমার সঙ্গে দেখা হবে না, কিন্তু তোমার উপকার আমরা সারা জীবন মনে রাখবো।“

সরস্বতী হাসলো আর বললো, "তুদের হামার কাছে আসতেই হোবে"।

আর সূর্যের হাতটা ধরে বললো ওকে তো সবার আগে আসতে হবে। "তুকে আমার বেটা সূরজের মতো দেখতে না"।

এতসব বাক্যালাপ শেষ হলে দেবদূতরা দেখলো সরস্বতী লণ্ঠন হাতে পাহাড়ের পথ দিয়ে ফিরে গেলো। কোথায় গেলো, কতদূর গেলো - ওরা জানে না, জানতে চায়ও'নি।

একটু পরেই সুমিত বললো, -- " দেখ আলোটা এর মধ্যেই মিলিয়ে গেল। এতো তাড়াতাড়ি সরস্বতী কোথায় চলে গেলো? "

"হয়তো আলোটা নিবে গেছে, তাই আর দেখা যাচ্ছে না। ওরা তো আমাদের মতো শহুরে নয়, অন্ধকারের মধ্যেও ঠিক পথ চলতে পারবে", বললো রক্তিম।

৪

Forest Bungalow র বাগানে খোলা আকাশের নিচে বসে চা আর পকোড়া খেতে খেতে রক্তিম বলল সূর্য্য কে, "তুই আচ্ছা ভীতু তো। ওই মহিলা তোকে খুব পছন্দ করলো, তোর গায়ে মাথায় হাত বোলালো, আর তুই ভয়ে শিটিয়ে থাকলি। একটা গ্রাম্য, নিরীহ সাঁওতালি মহিলা তোকে কি করবে"।

এতক্ষনে সূর্য্য একটু নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে। তাই বললো, "তোরা তো কেউ ওর স্পর্শ পাশনি, তাই এই কথা বলছিস। ওই মহিলার কালো কঙ্কালসার হাতটা বরফের মতো ঠান্ডা ছিলো। আমি কোনও মানুষের হাত এতো ঠান্ডা feel করিনি।"

"হয়তো অপুষ্টির জন্য ওর হাত পা ঐরকম ঠান্ডা ছিলো। দেখলি না কিরকম ছোট আর রোগা", বললো সুমিত।

রাত ন'টা নাগাদ ভাত, ডাল, বেগুনভাজা, fowl curry আর salad দিয়ে জম্পেশ করে dinner করার পর মানু-দাকে ওরা আজকের অভিজ্ঞতার কথা বললো।

মানু-দা প্রথমেই ওদের মৃদু বকলো, "তোমাদের বলেছিলাম না, রাত না করতে। অন্ধকার হলে রাস্তা ঠাহর করা মুশকিল হবে। যতদিন আছো, এই রকম লাপারবাহি আর কোরো না "।

দেবদূত বললো, "মানু-দা, রাগ কোরোনা - আমাদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। জঙ্গলের দিকে আর যাবোই না - সে সকালে হোক বা বিকালে। আচ্ছা তুমি সরস্বতী নামে ওই মহিলাকে চেনো? ছেলের নাম সূরজ। বললো পাশের সাঁওতালি গ্রামে ওর বাড়ি"।

মানুদা যেন প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দিতে চেষ্টা করার জন্য বললো, "এখন তাড়াতাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়ো। কাল তো তোমরা রথতলার মন্দির দেখতে যাবে"।

"সে তো সকাল দশটা নাগাদ বেরোবো। আমাদের এত তাড়াতাড়ি ঘুমই আসবে না"। বললো দেবদূত, "বলো না সরস্বতীকে চেনো কিনা। ও না থাকলে আজ হয়তো তোমাকে থানা পুলিশ করতে হতো আমাদের খুঁজে বার করার জন্য "।

একটু ইতস্তত করে মানুদা বললো, "তোমাদের কার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো জানিনা, তবে ছোটো জায়গা তো, এখানে মোটামুটি সবাই সবাইকে চেনে। আমি যে সরস্বতীকে চিনতাম সে থাকতো সাঁওতাল পল্লীতে, তার ছেলের সঙ্গে। ওর বর অনেক বছর আগেই মারা গেছিলো । সরস্বতী পড়াশুনা কিছু না জানলেও ওর ছেলে class X এ খুব ভালো result করেছিলো। First division ও পেয়েছিলো। তারপর এগারো class এ পড়ছিলো। গত বছর দুর্গাপুজোর পরই jaundice - এ মারা যায়।

সুমিত বলল, "দেখলি সেই জন্য ও আমাদের উপকার করলো। সূর্য্য কে দেখে ওর নিজের ছেলের কথা মনে পড়েছিলো। সূর্য্য তুই মিছিমিছিই ভয় পাচ্ছিলি। "

দেবদূতরা এবার যেই dinning hall ছেড়ে বারান্দার দিকে যেতে যাবে, তখন মানুদা বলল, "বাচ্চো ডড়ো মত, ছেলে মারা যাবার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তিন-চার দিন পর এই জঙ্গলেই সর্রস্বতী গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে। দিনটা ছিলো গত বছর -

যেদিন ইন্দিরা গান্ধী মারা যান। এই ঘটনা এখানে সবাই জানে - যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।“

এই কথা শুনে চারজন যুবকের অন্তরাত্মা যেন পেটের ভেতর ঢুকে গেলো। রক্তিম বলল, “আজই তো ৩১শে অক্টবর।“

চারটে বাচ্চা ছেলের অবস্থা দেখে মায়া হল মানুদার। বলল, "এই জন্যই আমি তোমাদের সরস্বতীর কথা বলতে চাইনি। যাই হোক, এই Bungalow তে তোমাদের কোনও ভয় নেই, খালি রাতের দিকে জঙ্গলে যেও না, তাহলেই হলো। চলো তোমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি"।

ঘরে গিয়েই চার বন্ধুতে ঠিক করলো আর এই পলাশতলীতে থাকা নয়। কালই train ধরে বাড়ি ফিরবে। সুমিত একটু আপত্তি জানিয়েছিলো, কিন্তু সূর্য্য আর দেবদূতের কাছে হেরে গেলো। মানুদাও কত বললো, "পুরো পলাশতলীতে, forest Bungalow র কোথাও কোনও অসুবিধা নেই, শুধু জঙ্গলের দিকটায় না গেলেই হলো"। পরদিন রাতে পরোটা আর mutton কষা খাওয়াবে বলে লোভ দেখালো। কিন্তু তাও দেবদূতদের কেউ আর আটকে রাখতে পারলো না।

এরপর দেবদূত রা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্যের পর যে যার পড়াশুনা আর career নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এখন আর ওদের দেখা সাক্ষাৎ হয় না, কিন্তু পুজোর ছুটিতে সকলে meet করে। মাঝে মাঝে গঙ্গার ধারে ওরা চিনেবাদাম খেতে খেতে পলাশতলীর ঘটনাটার স্মৃতি রোমন্থন করে আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, 'ওরা হয়তো অযথাই বেশী ভয় পেয়েছিলো'। মানুদা যে সত্যি কথা বলেছিলো সেটাতো ওরা কেউ verify বা cross check করে দেখেনি। ছোট ছিলো বলে অত মাথায় আসেনি।

৫

প্রায় বছর ছয়েক কেটে গেছে। দেবদূত এখন Medical Collegeএ housestaff। এবার পুজোর ছুটিতে অল্পদিনের জন্য হলেও দেশের বাড়ি গিয়েছিলো। তিন বন্ধু বেশ কয়েকদিন খুব আনন্দ করে কাটালো। একমাত্র সূর্য্য যোগ দিতে পারেনি কারণ ও খুব অসুস্থ। একদিন দেবদূতরা ওকে বাড়িতে দেখতে গিয়েছিলো। খুব খারাপ ধরণের jaundice হয়েছে।

পুজোর ছুটির পর কলকাতায় ফিরে একদিন দেবদূত Medical College এর emergency তে evening duty দিচ্ছে, দেখলো সূর্য্যকে নিয়ে এসেছে তার বাড়ির লোক। হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য। অবস্থা খারাপ। PGT দাদা দেখে বললো, "Hepatic encephalopathy, ভর্তি করে দে"। দেবদূত কোনও রকমে সূর্য্য কে ভর্তি করে ward-এ পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলো। সূর্য্য র এই অবস্থা ও চোখে দেখতে পারবে না। অবশ্য বেশিদিন দেবদূত কে সূর্য্যর এই অবস্থা দেখতে হলও না। মাত্র দু-দিন পরে, ৩১শে অক্টবর রাত দশটার সময় ২৫বছরের তরতাজা যুবক সূর্য্য সকলকে কাঁদিয়ে অস্তমিত হলো।

হাসপাতালে wardএ ভর্তি থাকার সময়ে, মৃত্যু পথযাত্রী সূর্য্যর ধারে কাছে দেবদূত কখনো ঘেঁষেনি। কিন্তু নেপথ্যে থেকে ওর চিকিৎসা নিরলস ভাবে monitor করে গেছে।

পুজোর সময় যেদিন সূর্য্যর বাড়িতে দেবদূত রা গেছিলো, সেদিন সূর্য্য ওদের বলেছিলো, "আমি আর বেশিদিন নেই রে। Next বার পুজোয় এসে তোরা হয়তো আমাকে আর দেখতে পাবিনা।"

"যাহঃ ভাট বকিস না তো। মেসোমশাইতো বললেন তুই improve করছিস" - বলেছিলো রক্তিম।

"না improve করছি না" বলল সূর্য্য, "সেদিন স্বপ্ন দেখলাম পলাশতলীর ঐ সরস্বতী আমার মাথায় হাত বোলাচ্ছে আর বলছে, এবার তোর আমার কাছে, সূরজের কাছে আসার সময় হয়ে এসেছে। চলে আয় তাড়াতাড়ি"।

"তুই আর ওই ঘটনাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলি না" সুমিত ধমক দিল, "এই বিজ্ঞানের যুগে এই সব ভাবার কোনো মানেই হয়না।"

সূর্য্য স্মিত হেসে বললো "তুই তো আবার পদার্থবিদ, তুই তো এইসব বলবিই। তা আমাদের ডাক্তারবাবু কি বলেন শুনি।"

দেবদূত আর কি বলবে। ও ডাক্তার হলেও কি যেনো অশনি সংকেতের আভাস পাচ্ছে। তাও বললো hepatitis খুব common অসুখ। আমাদের হাসপাতালে কত রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি যায়। তুইও ঠিক হয়ে যাবি। চিন্তা করিস না।

৬

সূর্য্য চলে যাওয়ার প্রায় ত্রিশ বছর কেটে গেছে - যৌবন পেরিয়ে দেবদূতরা এখন প্রৌঢ়ত্বের আঙিনায়। দেবদূত hometown এই রয়ে গেছে, চুটিয়ে ডাক্তারি করছে। Specialization করেনি বলে কোনো ক্ষোভ বা আক্ষেপ নেই। শহরের লোকেরাও ওকে খুব ভালোবাসে, ভগবানের মতো মান্য করে।

রক্তিম বেশিরভাগ সময় কলকাতাতেই থাকে, ওষুধের company র চাকরি, বড়ো territory, অনেক tour করতে হয়। ওর মেয়েরাও কলকাতাতে পড়াশুনা করছে। রক্তিম কিন্তু life টাকে নিজের মতো করে enjoy করছে। যেরকম টাকা রোজগার করে, সেরকম টাকা ওড়াচ্ছেও।

ওদের মধ্যে সবথেকে 'বড়ো' হয়েছে সুমিত। থাকে Texas এর Austin শহরে। Institute এ Nobel Laureate দের সঙ্গে ওর ওঠাবসা। ও আর দেশে ফিরবে না।

সুমিতের কথায় ইদানিং সাফল্যের অহংকার মাঝে মাঝে প্রকাশ পেলেও ও কিন্তু ছোটবেলার বন্ধুদের ভোলেনি - Phone, WhatsApp আর Facebook এ যোগাযোগ রাখে, আর প্রতিবছর না আসতে পারলেও, অন্তত দু বছরে একবার দেশে আসে। তখন ওদের তিনজনের get together হয়।

এই ভাবে মোটামুটি ভালই চলছিলো। হঠাৎ দেবদূত খবর পেলো পুজোর পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে রক্তিম কলকাতার একটি বেসরকারী হাসপাতালে ভর্তি। কাকতলীয়ভাবে মাসটা আবার সেই অক্টোবর, আর রোগটা আবার সেই liver এর ই।

প্রায় ১০-১২ দিন যুদ্ধের পর রক্তিম হার মানলো মৃত্যুর কাছে ৩১শে অক্টোবর ২০২২ এর ভোরবেলা। তাই দেবদূতের শ্বশানে যাওয়া। হারাধনের দশটি ছেলের মত ওদের 4 musketeers এর দুজন চলে গেল - বাকি রইলো কেবল দেবদূত আর সুমিত।

রক্তিমের খবরটা পেয়ে আমেরিকা থেকে সুমিত দেবদূতকে WhatsApp call করলো কয়েকদিন পর। সব কথা শুনলো।

দেবদূত বললো, "দেখ এবার সেই jaundice, আবার সেই ৩১শে অক্টোবর।" এবার বোধহয় আমাদের পালা।

সুমিত হো হো করে হেসে বললো, "small town এ ডাক্তারি করে তোর আর মনের প্রসার হলো না। ডাক্তার হয়েও এই সব কুসংস্কারে বিশ্বাস করিস? This is an utterly bogus thought।"

"তুই যাই বলিস, আমার কিন্তু বেশ ভয় করছে," দেবদূত বললো।

সুমিত দেবদূতকে বোঝালো, "দেখ রক্তিম খুব fast life lead করতো। শেষের দিকে alcoholic হয়ে গিয়েছিল তুই-ই তো বললি আর arthritis জন্য গন্ডা গন্ডা analgesic খেতো, জড়িবুটিও নাকি খেতো। এগুলো তারই effect। ডাক্তার হয়ে

আমার থেকে তুই বেশি ভালো জানিস, কিন্তু বুঝতে চাস না। আর সমাপতন বলে একটা জিনিস আছে জানিস তো? - coincidence?"

দেবদূত দেখলো আর বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই - অনেক রোগী অপেক্ষা করছে। তাই প্রখ্যাত পদার্থবিদের কথা শিরোধার্য করে call টা end করলো।

৭

রক্তিমের পারলৌকিক কাজ মিটে যাওয়ার পর দেবদূত মনোরমাকে নিয়ে একদিন রক্তিমের বিবেকগঞ্জের বাড়িতে গেলো স্ত্রী পূজার সঙ্গে দেখা করতে।

পূজা এখন অনেকটাই সামলে উঠেছে। দুই মেয়েকে যাতে ঠিকঠাক establish করতে পারে সেটাই এখন তার জীবনের লক্ষ্য।

একথা সেকথার পর পূজা বললো, "আচ্ছা দেবদূত দা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?"

"হ্যাঁ, বল না" বলল দেবদূত।

"আপনাদের কোনো বন্ধু ছিলো - school বা পাড়ায়, নাম সরস্বতী?"

“রক্তিম তো শেষ ৫-৬ দিন অচেতনই ছিলো - ventilation এ ছিলো। কিন্তু তার আগে, যখন পুরোপুরি unconcious হয়নি, ঘোরের মধ্যে আমাকে কয়েকবার বলেছে, ‘সরস্বতী আমাকে নিতে আসছে, আমি চলে যাবো। তুমি সাবধানে থেকো, মেয়েদের যত্ন নিও।‘ আমি এই কথার কোনও মানেই বুঝতে পারিনি। পুজো আর্চাতে তো রক্তিমের কোনোদিনও আগ্রহ ছিলো বলে মনে হয়নি।"

দেবদূত বললো, "এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, পূজা এটা হতেই পারে। একে বলে delirium, যেখানে Severely ill patients রা ভুলভাল বকে - যেমন বেশী জ্বর হলে হয়, liver failure এও হতে পারে"।

দেবদূত বুঝলো পলাশতলীর ঘটনা পূজা কিছু জানে না - হয়তো রক্তিম কোনও দিনও ওকে গল্প করেনি। রক্তিমও তো বেশ ডাকাবুকো, বেপরোয়া ছিল, সুমিতের মত ও-ও হয়তো ভূত প্রেত বিশ্বাস করতো না। তাই এই ঘটনাটা delirium বলে চালিয়ে দিতে দেবদূতের কোনও অসুবিধা হলো না। আর সরল স্বভাবের পূজাও দেবদ্যুতের যুক্তিটা মেনে নিলো।

সুমিত বলেছে সমাপতন - coincidence। ওর দোষ নেই -- সাধারণ লোকে তাই বলবে। কিন্তু সূর্য্য আর রক্তিমের একই তারিখে মৃত্যু (যদিও ত্রিশ বছরের অন্তরে) কি কেবলই সমাপতন? দুই বন্ধুর মৃত্যুর কারণ jaundice / liver failure - সেটাও কি সমাপতন? দুজনেই মারা যাওয়ার আগে অসুস্থ অবস্থায় সেই ভুলে যাওয়া রহস্যময়ী সাঁওতালী মহিলার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাও কি সমাপতন? এতো coincidence কি সম্ভব?

দেবদূত আবার মনে করতে চেষ্টা করে কি ঘটেছিলো পলাশতলীতে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। Forest Bungalow র মানুদা হয়তো বানিয়ে গল্প বলে থাকতে পারে (যদিও ওর মিথ্যে কথা বলার কোনো motive দেবদূত খুঁজে পায়নি)। কিন্তু মৃত্যুর আগে সূর্য্য আর রক্তিম যে সরস্বতীর নাম করেছিল সে তো মিথ্যে নয়। আর ১৯৮৫ সালের ৩১শে অক্টোবর পলাশতলীর জঙ্গলে সরস্বতীর আকস্মিক আবির্ভাব, তার অদ্ভুত কথাবার্তা, আর সূর্য্যর অনুভব করা তার অপার্থিব হিমশীতল স্পর্শ, আবার অকস্মাৎ বিলীন হয়ে যাওয়া - যার সাক্ষী ছিলো চারজন সরল তরতাজা, চৌখস তরুণ - সব কিছুই কি মিথ্যে হতে পারে, বা ভ্রম হতে পারে?

তাহলে কি এবার দেবদূতের পালা? সুমিত তো বলেইছে সরস্বতীর গেঁয়ো ভূত (আক্ষরিক অর্থেই) সুদূর Texasএ গিয়ে একজন accomplished US citizen এর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব দেবদূত এবার তোমার পালা - প্রস্তুত হও।

কবে, কিভাবে, কোথায় সেই দিনটি আসবে তার আতঙ্কিত অপেক্ষায় দেবদূত যেন ত্রস্ত।

--সমাপ্ত--

এই গল্পের সব চরিত্র কাল্পনিক। বাস্তব কোনো ঘটনা বা চরিত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য নিতান্তই কাকতালীয় ও অনিচ্ছাকৃত।

সহায়তায়: সৌম্য রায়।